দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 05 FEB 2013
পৃষ্ঠা 2 কলাম 5

কওমী খসড়া শিক্ষানীতির ঘোষণা দিয়ে দরবারী আলেমরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে

-বেফাক স্বীকৃতি সাব কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : বেফাকের নীতি নির্ধারকদের প্রত্যাখ্যাত কওমী শিক্ষা কমিশনের কতিপয় দরবারী আলেম কওমী শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এ অভিযোগ করেছেন বেফাকের স্বীকৃতিবিষয়ক সাব কমিটি। গতকাল বিকেলে ঢাকার চৌধুরীপাড়া মাদরাসায় সাব কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহ্বায়ক আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী। উপস্থিত ছিলেন বেফাক মহাসচিব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, সহসভাপতি মাও. আব্দুল কুদ্দুস, সহকারী মহাসচিব মাও. আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ ইয়াহইয়া, কোষাধ্যক্ষ মাও. নূরুল আমিন, নির্বাহী সদস্য মাও. আবু মূসা প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, হয়রাস মেয়াদের কওমী শিক্ষা কমিশন কার্যত অনেক আগেই বাতিল হয়ে গেছে। একদিকে কমিশনের নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে গেছে, বিপরীতে কমিশনের চেয়ারম্যান, বেফাক প্রধান ও চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী গত ২ অক্টোবর ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করে এই কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

বক্তারা আরোও বলেন, কমিশন প্রধানের আনুষ্ঠানিক প্রত্যাখ্যানের পর কমিশনের কোনো গুরুত্ব আর থাকে না বরং বাতিল বলেই গণ্য হয়। কমিশনের ১টি মাত্র বৈঠক হলেও শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। সভায় বলা হয় গত ১৫ সেপ্টেম্বর বেফাকের জাতীয় কাউন্সিলে শীর্ষ উলামা ও দেশের প্রায় ১৫ হাজার মাদরাসা প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই কমিশন প্রত্যাখ্যান করা হয়। তার পরও অসাধুরা ব্যক্তিস্বার্থের জন্যই এই কমিশন নিয়ে জাতিকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করছে।

বক্তারা আরো বলেন, সম্প্রতি কওমী মাদরাসার শিক্ষানীতির খসড়া মতামতের জন্য ইন্টারনেটে উন্মুক্তের নাটক করছে। অথচ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কেউ বিষয়টি জানেন না। এমনকি প্রণয়ন কমিটির কোনো বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকাশিত খসড়ার কোনো কপি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যরা কেউ প্রকাশপূর্ব দেখেননি। বাতিল কমিশন ও চেয়ারম্যান প্রত্যাখ্যানের পর কওমী শিক্ষানীতি প্রকাশের অধিকার কারো নেই। তাই শিক্ষানীতির খসড়ার নামে বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার থেকে সারাদেশে আলেম-উলামা ও মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান বক্তারা।